রিয়েল এস্টেট পরিক্রমা

যা ইচ্ছা তাই করার প্রবণতা দমাতে এলো নতুন কিছু বিধি বিধান

একুশ রিপোর্ট ঃ

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বড়োসড়ো ধ্বস নামা এবং এর ফলে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে অতি সম্প্রতি গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক। এ মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শুরুতে তারা জারি করেছে কিছু নতুন নিয়ম কানুন। বলা হচ্ছে, এতদিন ধরে বাজারে প্রচলিত 'ঝুঁকিপূর্ণ' এবং 'শঠতাপূর্ণ' ধার প্রদান চর্চা (লেন্ডিং প্র্যাকটিস)-এর গতিরোধ করতেই চালু করা হয়েছে এসব নিয়ম কানুন।

রিয়েল এস্টেট বোদ্ধাদের মতে, রিয়েল এস্টেট ফিনান্সিয়াল মার্কেট এতদিন যা ইচ্ছে তাই ভাবে চলে এসেছে। তবে এবার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের নতুন বিধানগুলো এই যা ইচ্ছে তাই মনোভাবের লাগাম টেনে ধরতে পারবে।

নতুন বিধি বিধানগুলোর অন্যতম হচ্ছে ঃ রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত আন্ডার রাইটিং কর্মকান্ডে শুদ্ধতা ও পরিশীলতা থাকতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে লেন্ডারগণ কর্তৃক লোন আবেদনকারীগণের আয় এবং সম্পত্তির বিবরণী পুংখানুপুংখরুপে যাচাই বা ভেরিফাই করা যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, আবেদনকারীরা লোন নিলে সে লোন যথার্থভাবে কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবে, ডিফল্টার হবে না।

নতুন বিধি বিধানগুলো আগামী ১ অক্টোবর' ২০০৮ থেকে কার্যকর হবে এবং সকল মর্টগেজ লেন্ডার, ব্রোকার, সার্ভিস গিভারস্ এবং ব্যাংকের ওপর প্রযোজ্য হবে।

এক নজরে নতুন বিধি বিধান

১). সাব-প্রাইম লোনের ক্ষেত্রে ঃ

(ক). বোরেয়ার-এর ইনকাম এবং অ্যাসেট যথার্থভাবে যাচাই করতে হবে যে কোন লেন্ডারকে।

(খ). অ্যাডজাস্টেবল্ রেট সাব-প্রাইম মর্টগেজের ক্ষেত্রে প্রথম চার বৎসর লেন্ডাররা কোন রকম প্রি-পেমেন্ট পেনাল্টি আরোপ করতে পারবে না। অন্যান্য রকমের সাব-প্রাইম মর্টগেজের ক্ষেত্রে প্রথম দু বছর কোন প্রি-পেমেন্ট পেনাল্টি আরোপ করা যাবে না।

২). অন্যান্য সর্ব প্রকার মর্টগেজের ক্ষেত্রে ঃ

(ক) যদি না সকল প্রকার পেমেন্ট এবং রেট বিষয়ে খুঁটিনাটি সব কিছু পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা না হয় (ডিস্ক্লোজার) তাহলে লেন্ডাররা বিভিন্ন রকমের লোনের তুলনা করে কোনরকম বিজ্ঞাপন প্রচার করতে পারবে না। ইংরেজী ব্যতীত অন্য কোন বিদেশী ভাষায় যদি কোন মর্টগেজ প্ল্যান সম্পর্কিত কোন বিজ্ঞাপনী প্রচারণা চালানো হয় তাহলে আইনগতভাবে আবশ্যক ডিস্ক্লোজারগুলোও ঐ একই ভাষাতেই

পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে। লেন্ডারগণ কর্তৃক রিসিভ করার সঙ্গে সঙ্গে বোরেয়ারের পেমেন্টকে ক্রেডিট করতে হবে।

বেচাবিক্রির হালচাল

সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়ায় বাড়ি বেচাকেনার ক্ষেত্রে নিম্নগতি এখনো অব্যাহত রয়েছে। এই নিম্নগতি বিগত দুই দশকের ভেতরে সর্বোচ্চ। সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়ায় বিগত জুন মাসে নতুন, পুরনো এবং কনডোমিনিয়াম মিলিয়ে মোট ১৭,৪২৪টি বিক্রি হয়েছে। এটা মে মাসের বিক্রির (১৬,৯১৭) চেয়ে বেশি কিন্তু গত বছরের জুন মাসের বিক্রির চেয়ে ১৩.৬ ভাগ কম (সূত্র ঃ ডাটাকুইক ইনফরমেশান সিস্টেম)।

জুন মাসে সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়ায় বাড়ির গড়পড়তা দাম (মিডিয়ম) ছিল ৩৫৫,০০০ ডলার, মে মাসে যা ছিল ৩,৭০,০০০ ডলার। অর্থাৎ জুন মাসে মে মাসের তুলনায় দাম কমেছে শতকরা ৪.১ ভাগ। অথচ জুন' ২০০০৭ সালেও এই গড়পড়তা দাম ছিল ৫,০২,০০০ ডলার। তবে রিয়েল এস্টেট মার্কেটকে এখনো দাবড়ে বেড়াচ্ছে ফোরক্লোজার রি-সেল বা পুনঃ বিক্রি। সব প্রকার হোম রিসেলের ৪১.১ ভাগ দখল করে আছে ফোরক্লোজার রি-সেল। মে মাসের চেয়ে জুন মাসে এই রি-সেল বেড়েছে ৩৯.২ ভাগ। গত বছরের জুন মাসের চেয়ে যা ৭.৩ ভাগ বেশি।

জুলাই ২০,২০০৮: লস এঞ্জেলেসে বাংলাদেশ সেন্টারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ,যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্যোগে শেখ হাসিনার উপদেষ্টা, অর্থনীতিবিদ ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন বাংলাদেশের অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনা করেন। ছবি-একুশ

লস এঞ্জেলেসে আরো দুইটি নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নতুন করে যাত্রা শুরু

মক্কা হালাল তন্দুরী রেস্টুরেন্ট ঃ

মক্কা রেস্টুরেন্টের মালিকদ্বয়: সাদিক ইয়াসির আহমেদ সানী (ডানে) ও মোহাম্মদ মিতাল (বায়ে) মাঝখানে কাষ্টমার তার পরিবারের জন্য অর্ডার দিচ্ছেন। নীচে লাঞ্চ চলছে। ছবি-একুশ

একুশ রিপোর্ট

বাংলাদেশীদের প্রাণকেন্দ্র ফোর্থ ও ভারমন্টের কর্ণারে অনেকদিন ধরেই এই মক্কা হালাল তন্দুরী রেস্টুরেন্টটি ভালোভাবেই ব্যবসা করে যাচ্ছিলো। মালিক ছিলেন একজন বাংলাদেশী। ভারমন্ট মসজিদের বিপরীতে কোরিয়ান দোকানপাটের মাঝে এই রেস্টুরেন্টটি হালাল মুসলিম খাবারের জন্য বাংলাদেশীসহ অন্যান্য দেশের মুসলিম বন্ধুদের কাছে আদরনীয় ছিলো।

গত দুই মাস পূর্বে মিশিগানে বসবাসকারী দুই ব্যবসায়ী লস এঞ্জেলেসে ভ্রমণে আসেন। স্থানীয় মক্কা রেস্টুরেন্টের মালিকের কাজিন সাদিক ইয়াসির আহমেদ সানী এই রেস্টুরেন্ট দেখে তার আরও উন্নয়নের জন্য কাজিনকে বলেন। লন্ডন থেকে রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় অভিজ্ঞ চট্রগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে এম কম উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত সানী ও মিশিগানের আরেক ব্যবসায়ী মোহাম্মদ মিতাল রেস্টুরেন্টটি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেই সূত্র ধরে লস এঞ্জেলেসের প্রাণকেন্দ্রে পরিপূর্ণ বাংলাদেশী-ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের আরেক ধাপের সূচনা হলো।

অনেক দিন ধরেই বাংলাদেশী ও এদেশীয়দের একটা প্রশ্ন ছিল, বসে অর্ডার দিয়ে রেস্টুরেন্ট স্টাইলের বাংলাদেশী কোন রেস্টুরেন্ট কি আছে তোমাদের ? এবার সেটা পূর্ণ হলো। তবে একই রোডে আলাদিন সুইটস ও রেস্টুরেন্টে আলাদাভাবে রেস্টুরেন্ট সেকশন আছে। অনেক দেশী-বিদেশীরা সেখানে খেতে যান। তবে শুধুমাত্র রেস্তোরা স্টাইলে বুফে লাঞ্চ, ডিনার ও রেগুলার মেন্যু থেকে খাবারের জন্য নতুন মালিকদ্বয় বাংলাদেশীদের তাদের বিদেশী বন্ধুদের নিয়ে রেস্তোরায় আসবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। নতুন মালিকানায় এই রেস্টুরেন্টে প্রায় ১০টির বেশী বুফে লাঞ্চের আইটেম রয়েছে। লন্ডন থেকে স্পেশাল শেফের তত্ত্বাবধানে তাদের খাবারের প্রশংসা করলেন সুদূর এরিজোনা থেকে সপরিবারে আগত মাহবুব হাসান। তিনি তাদের স্পেশাল বিরিয়ানী রাইসের প্রশংসা করলেন। অত্যন্ত উঁচুমানের সেবার জন্য তিনি মালিকদ্বয়কে ধন্যবাদ জানান। এই লেখার সময় রেস্টুরেন্টটি ছিলো দেশী-বিদেশী ভোজন বিলাসীদের দ্বারা পরিপূর্ণ। কম তেল ও কম মশলায় স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের জন্য রেস্টুরেন্টটি বাংলাদেশীদের কাছে জনপ্রিয়তা পাবে বলে আশা করা যায়। বুফে লাঞ্চ ৮.৯৫ সহ বাংলাদেশীদের জন্য ক্যাটারিং-এর সুব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। ফুড ডেলিভারীর ব্যবস্থা আছে। ভেজিটেরিয়ানদের জন্য রয়েছে স্পেশাল মেন্যু। দেশীয় ব্যবসা প্রসারে মক্কা হালাল প্লানেটে আপনার পদার্পণে লিটল বাংলাদেশ গড়তে স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির অবদানকে স্বীকৃতি দিবে। মক্কা হালাল প্লানেট প্রতিদিন খোলা থাকে সকাল ১১:৩০ থেকে ২:৩০ পর্যন্ত, বিকাল ৫টা থেকে রাত ১১:৩০ পর্যন্ত। পাকিংয়ের সুব্যবস্থা রয়েছে।

যোগাযোগ ঃ মক্কা হালাল প্লানেট, 401 South Vermont Ave, Los Angeles, CA 90020 Phone : 213 -383 -9976

তৌরাত তন্দুরী চাইনীজ রেস্টুরেন্ট

লস এঞ্জেলেসে হালাল চাইনীজ খাবারের জন্য অনেকেই নর্থ হলিউডে একটি চাইনীজ রেস্টুরেন্টে যেতেন, এখন সেই হালাল চাইনীজ রেস্টুরেন্ট , তন্দুরী ও বাংলাদেশীয় খাবারের এক অপূর্ব মিশ্রণে তৌরাত তন্দুরী চাইনীজ রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন হতে যাচ্ছে এই মাসেই। মোঃ তৌহিদ হোসেন ও এলিজা হোসেন লিটার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা ভারমন্ট ও ফার্স্ট স্ট্রীটের কর্ণারে এই নতুন দোকান চালু হতে যাচ্ছে। পূর্ববর্তী একটি বারবিকিউ বার্গার দোকানকে তারা সাজিয়েছেন নতুন আঙ্গিকে। এই রেস্টুরেন্টে থাকছে হালাল মীটের দ্বারা তৈরী বাংলাদেশী-ইন্ডিয়ান খাবারের সমাহার, তৈরী গরম খাবারের বার, হালাল চাইনীজ ফুড কোর্ট এবং আমেরিকান ফার্স্ট ফুড। পরিবারের সবার জন্য রয়েছে দ্রুততম সময়ে সব ধরণের খাবারের ব্যবস্থা। আরেকটি সংযোজন হচ্ছে হালাল মীট বিক্রি। তৌহিদ ছিলেন বাংলাদেশী ও অন্যান্য দোকানগুলিতে হালাল মীট হোলসেল সাপ্লাইয়ার। স্থানীয় দোকানগুলিতে ইউএসডিএ সীলযুক্ত হালাল মাংসের সুনাম ছিল প্রচুর। কিন্তু পর্যাপ্ত ট্রান্সপোর্টেশনের অভাবে তিনি সাময়িকভাবে স্থানীয় দোকানগুলিতে তার মাংস সরবরাহ করছেন না। তবে তার নিজস্ব দোকানে তৈরী খাবারের পাশাপাশি ফ্রেশ মাংস বিক্রির জন্য সিটির অনুমোদন পেয়েছেন। নতুনভাবে রি-ডিজাইন করা এই রেস্টুরেন্ট কাম মীটশপে সর্বনিম্ন মূল্যে খাবার ও মাংস সরবরাহের নিশ্চয়তা দিয়েছেন তৌহিদ ও লিটা। ক্যাটারিং চলবে বাংলাদেশী স্টাইলে। তারা বাংলাদেশীদের যে কোন অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং, যে কোন ধরনের ক্যাটারিং সুলভ মূল্যে ডেলিভারীসহ সরবরাহ করবেন। তবে মূল্য হবে কমপিটিশনের চাইতে কম, তিনি তার গ্যারান্টি দিয়েছেন। গ্র্যান্ড ওপেনিং উপলক্ষে সব কিছুতেই মূল্য ছাড়। রেস্টুরেন্ট খোলা থাকবে সকাল ১১টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত। যোগাযোগ ঃ তৌরাত তন্দুরী চাইনীজ রেস্টুরেন্ট ও হালাল মীট S. Vermont Av (Vermont & 1st st.), Los Angeles, CA 90004 Phone : 213 -383 -6780

বাড়ির মালিকদের জন্য কিছুটা স্বস্তির পরশ নিয়ে আসছে মর্টগেজ রেসকিউ বিল

একুশ রিপোর্ট ঃ

হাউজিং সেক্টরে ধ্বস নামার ফলে ফেডারেল গর্ভমেন্ট সিনেটে তোলা মর্টগেজ রেসকিউ বিল পাশ করেছে গত ১২ জুলাই, ২০০৮। নতুন বিলের ফলে গত কয়েক বছরে সুদে ও অন্যান্য জটিল চুক্তিতে বাড়ি কিনবার জন্য অথবা রিফাইনানিং-এর জন্য যারা লোন নিয়ে বিপদে আছেন তাদের জন্য কিছুটা দুর্দশা লাঘব হবে। এই বিলে ১৪.৫ বিলিয়ন ডলার ট্যাক্স ব্রেক এবং প্রথম বাড়ি ক্রেতার জন্য ৮০০০ ডলার পর্যন্ত ক্রেডিট থাকবে। বিলে সরকার সমর্থিত লোন সর্বোচ্চ ৭,৩০,০০০ ডলার করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। যারা মর্টগেজ লোনের মাসিক পেমেন্ট দিতে হিমশিম খাচ্ছেন তাদের জন্য ফেডারেল হাউজিং এডমিনিস্ট্রেশনের মাধ্যমে নতুন লোনের সুযোগ ও ব্যাংক ফোরক্লোজারের মাধ্যমে টাকা লস না দিয়ে বাড়ি বিক্রি না করেও অন্ততঃ কিছুটা লোনের ক্ষতি কমাতে পারবে। এতে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের লোন ফেডারেল গর্ভমেন্ট তাদের কাঁধে নিয়ে আসবে এবং ৪ লক্ষ বাড়ির মালিক এতে উপকৃত হবেন। প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরের পরে আগামী ৬ মাসে তা পর্যায়ক্রমে কার্যকর হবে।

স্টেটের বরাদ্দের মাধ্যমে ফোরক্লোজড বাড়ি কিনে মেরামত করবার জন্য সুযোগ রয়েছে।

এই বিলের মাধ্যমে FHA তে আধুনিকায়ন হবে এবং ফেডারেল গর্ভমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় মর্টগেজ সংস্থা ফ্যানি মে এবং ফ্রেডি ম্যাকের উপর আরো কড়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্থানীয় রিয়েলটর আমিনুল ইসলাম বলেন, মর্টগেজ রেসকিউ বিলের আওতায়প্রায় ফোরক্লোজড বা শট সেলে যাওয়া বাড়ির মালিকরা বাড়ির বর্তমান মূল্য ও পূর্ববর্তী কেনা মূল্যের মাঝে যে পার্থক্য,মাসিক পেমেন্ট কমানোর মাধ্যমে তা মওকুফ হবার সম্ভাবনা আছে । তবে লেন্ডার টু লেন্ডারের মাঝে সেটা ভেরী করছে। লেন্ডাররা এখন হোম ওনারদের তাদের বাড়িতে রাখবার সর্বাত্বক চেষ্টা করছেন। যাদের বাড়ি ফোর ক্লোজড হয়ে গেছে তারা এক বছর পরে আবারও বাড়ি কিনবার জন্য রেডী হয়ে যাবেন, ক্রেডিট স্কোরে এই ফোরক্লোজারের দাগ পড়বে কিন্তু এটাকে অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখা হবে।

হাউসে ও সিনেটে পাশ হলো হাউজিং রিলিফ বিল

জুলাই ২৩, ২০০৮

এক নজরে বিলের কিছু হাইলাইট ঃ

লোন ঃ হোমওনাররা তাদের বাড়ি পুনরায় রিফাইন্যান্স করতে পারবেন গর্ভমেন্টের মাধ্যমে।

নতুন এজেন্সী ঃ নতুন ফেডারেল হাউজিং ফাইন্যান্স এজেন্সী গঠন করা হবে মর্টগেজ জায়ান্ট ফেনী মে ও ফ্রেডী ম্যাককে দেখাশুনা করার জন্য।

লেন্ডি ঃ ফেনী মে ও ফ্রেডী ম্যাককে আগামী ১৮ মাস আরো গর্ভমেন্ট ফান্ড দেওয়া হবে।

গ্রান্ট ঃ ফোরক্লোজড বাড়ী কেনা ও মেরামতের জন্য কমিউনিটিকে ৪ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি।

মর্টগেজ ঃ সর্বোচ্চ ৬২৫,০০০ ডলার লোন দেওয়ার বিধান করা হয়েছে ফেনী মে ও ফ্রেডী ম্যাকের মাধ্যমে।

গ্রোথ ঃ হাউজিং সেক্টরকে স্টিমুলেট করার জন্য ১৫ বিলিয়ন ডলারের ট্যাক্স বেনিফিট সহ সর্বোচ্চ ৭,৫০০ ডলার ট্যাক্স ক্রেডিট দেওয়া হবে ফাস্ট টাইম বায়ারদের জন্য। বিলটি সিনেটে যাচ্ছে এই সপ্তাহেই এবং বুশ তাতে সাইন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আপনার ওয়ালেট

যেভাবে গাড়ির গ্যাস মাইলেজ বাড়াতে পারেনঃ

যুক্তরাষ্ট্রে জ্বালানী তেলের গড় মূল্য ৩.৯৫ ডলারে উঠেছে। আমাদের অনেকেরই হয়তো মনে আছে সেই দিনগুলোর কথা যখন রেগুলার ১ গ্যালন গ্যাসের দাম ছিল ১ ডলারেরও কম। তবে বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় গ্যালন প্রতি গ্যাসের দাম যুক্তরাষ্ট্রে এখনো কম। ব্রিটেনে ১ গ্যালন গ্যাসের দাম বর্তমানে ৯.৭৬ ডলার।

যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানী বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব এনার্জী ' তাদের ওয়েবসাইটে কিভাবে গ্যাস মাইলেজ বাড়ানো যায় সেই ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন। সেই সব উপদেশের অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা হলো।

আপনার গাড়িকে টিউনড আপ রাখুন ঃ গাড়ি নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের উপদেশ অনুযায়ী গাড়ি টিউন আপ করলে আপনি ৪% জ্বালানী খরচ বাঁচাতে পারবেন। আপনার গাড়ির অক্সিজেন সেন্সর ঠিক করলে ক্ষেত্রবিশেষে গাড়ি ৪০% কম গ্যাস খরচ করে। গড়ে আপনি ১৪ সেন্ট বাঁচাবেন।

গাড়ির এয়ার ফিল্টার নিয়মিত বদলান ঃ গাড়ির এয়ার ফিল্টারে যদি ময়লা থাকে, তাহলে তা বদলে ফেলে নতুন এয়ার ফিল্টার লাগালে আপনার গাড়ির মাইলেজ ১০% বাড়বে। এয়ার ফিল্টার গাড়ির ইঞ্জিনকে ধূলাবালি থেকে রক্ষা করে এবং ইঞ্জিনকে বড় ধরণের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। সরকারী হিসেব মতে এতে গ্যালন প্রতি ৩৫ সেন্ট খরচ বাঁচে।

গাড়ির টায়ারে প্রয়োজনমতো বাতাস দিন ঃ গাড়ির চাকায় প্রয়োজনমতো হাওয়া দিলে আপনি গড়ে ৩.৩% গ্যাস মাইলেজ বাঁচাতে পারবেন। টায়ারের কতখানি হাওয়া দরকার তা সাধারণত গাড়ির ড্রাইভার সাইডের দরজার উপরে লেখা থাকে। আপনার গাড়ির টায়ারের গায়েও 'পিএসআই' বা পার স্কয়ার ইঞ্চি প্রেসার লেখা থাকে। টায়ার প্রেসার কম থাকলে ১ পিএসআই প্রতি ০.৪% গ্যাস অপচয় হয়। গাড়ির টায়ার প্রেসার ঠিক থাকলে টায়ার অনেকদিন টিকে এবং ড্রাইভিং নিরাপদ হয়। এ নিয়ম মেনে চললে ১১ সেন্ট খরচ বাঁচাতে পারবেন।

সঠিক গ্রেডের মটর অয়েল ব্যবহার করুন ঃ সঠিক গ্রেডের মটর অয়েল কোনটি তা আপনার গাড়ির ম্যানুয়েল বই এবং ইঞ্জিন অয়েল ব্যাগে লেখা আছে। ভুল গ্রেডের মটর অয়েল ব্যবহারে গাড়ির তেল খরচ ১-২% বাড়ে। বিস্তারিত জানতে আপনি একজন সার্টিফাইড মেকানিক বা গাড়ির ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন। (প্রফেসর এহতেশামুল হক)

করতে হবে ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটির অস্তিত্বের স্বার্থে

৪ পাতার পর:

বেহাল দশা থেকে উদ্ধার করে সঠিক ট্র্যাকে নিয়ে আসার, আমেরিকানদের নতুন পথ দেখানোর অদম্য বাসনা। 'পরিবর্তন'-এর শ্লোগান তুলে তিনি প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হয়েছেন। আর 'পরিবর্তন'-এর বারুদ যে তার মধ্যে টগবগ করে ফুটছে তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন সচেতন আমেরিকানরা আর তারুণ্য ? জন এফ কেনেডি ছাড়া আর কেউ-ই ওবামার মতো এতো কম বয়সের প্রার্থী কখনো ছিলেন না। তারুণ্য তার চোখে মুখে, তার ভাষার ব্যঞ্জনায় আমেরিকার নিউ জেনারেশনকে চুম্বকের মতো টেনেছেন তিনি। রেকর্ড সংখ্যক নিউ জেনারেশন ভোটার, এবার ভোটার হিসেবে নাম লিখিয়েছেন শুধুমাত্র ওবামা প্রার্থী হয়েছেন সেই কারণে। যেখানেই ওবামা বক্তৃতা দিতে যান সেখানেই তারুণ্যের ভীড়। পুরাতনকে বিদায় করে নতুন পরিবর্তন আনার জন্য দরকার তারুণ্যের সাহস, শক্তি ও আবেগ। আর ওবামার মধ্যেই তা রয়েছে। অনেকের যুক্তি, রিপাবলিকান প্রার্থী জন মেককেইন দীর্ঘদিনের সিনেটর হিসাবে রাজনীতিতে অভিজ্ঞ। অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি ওবামার চেয়ে ভালো করবেন। কিন্তু অতীতে প্রমাণিত হয়েছে সে ধারণা ভুল। বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের কথাই ধরা যাক্ না। রাজনীতিতে তিনিও কি কম অভিজ্ঞ ? টেক্সাসের গভর্নর ছিলেন অনেকদিন তারপর দুই মেয়াদে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। কিন্তু কি দিতে পেরেছেন তিনি তার অভিজ্ঞতার বিনিময়ে ? আমেরিকার ঘাড়ে অযৌক্তিকভাবে চাপিয়ে দিয়েছেন অন্যায় যুদ্ধ, দিয়েছেন বেসামাল অর্থনৈতিক মন্দা, দিয়েছেন বেকারত্ব বৃদ্ধির উচ্চ হার, দিয়েছেন আকাশচুম্বী জ্বালানী মূল্য ; ইমিগ্র্যান্টদের বিপক্ষে একের পর এক পদক্ষেপ নিয়ে বাড়িয়েছেন তাদের জীবন-যন্ত্রণার হার, সারা বিশ্বে বাড়িয়েছেন আমেরিকার শত্রু। তাই রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব বিশারদদের মতে, ভালো কাজ করার জন্য 'আবেগের তাড়না' বা 'ইমোশনাল ড্রাইভ' না থাকলে শুধু অভিজ্ঞতা দিয়ে কাজ হয় না। আর ইমোশনাল ড্রাইভ থাকে তারুণ্যের ভেতরে।

ওবামা ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন, নির্বাচিত হলে তিনি ইরাক থেকে আমেরিকান সৈন্যদের ফিরিয়ে আনবেন। তা যদি হয় তাহলে প্রতিদিন এসব সৈন্যদের পেছনে যে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ফালতু অপচয় হচ্ছে আমেরিকার তা সাশ্রয় হবে। তাছাড়া সারা পৃথিবীতে শান্তি, স্বস্তি ও আস্থা ক্রমশঃ ফিরে আসবে। এই শান্তি ও আস্থা-সংকটই এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সংকট যা অর্থনৈতিক সংকটসহ অন্যান্য সকল সংকটকে ডেকে নিয়ে আসে।

সময় বয়ে যাচ্ছে দ্রুত। বাংলাদেশী ইমিগ্র্যান্টরাসহ আমেরিকার সকল ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটিকে এখনই ওবামার পেছনে কাতারবন্দী হতে হবে। তাকে শুধু ভোট দিলেই হবে না, তার পক্ষে জনসংযোগ, প্রচারণা, জনমত সংগ্রহসহ তাকে জেতানোর জন্য যা যা করণীয় তার সবি করতে হবে আমাদেরকে। করতে হবে ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটির অস্তিত্ব ও ভবিষ্যতের স্বার্থে।

এনটিভি-তে 'প্রবাস সংবাদ'

একুশ ডেস্ক: নর্থ আমেরিকার প্রবাসীদের খবরাখবর নিয়ে এনটিভি-র স্থানীয় নিউ-ইয়র্ক স্টুডিও থেকে সম্প্রচারিত হয় 'প্রবাস সংবাদ'। লস এঞ্জেলেসের প্রতিনিধির মাধ্যমে নিয়মিত ভিডিও ক্লিপসহ সংবাদ পাঠানো হচ্ছে। প্রতি সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার, সোমবারের ধারণকৃত স্থানীয় সংবাদ সন্ধ্যা ৬টার খবরের পর ৬:৩০ - ৬:৪৫ এর মধ্যে শুরু হয়। আপনাদের অনুষ্ঠানমালার সংবাদ দেখার জন্য এন-টিভি-তে চোখ রাখুন। স্থানীয় প্রতিনিধি এস এম হোসেন বাবু (৩২৩ ৩৯৪ ২৯৬১) অথবা একুশ-এর যে কোন প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করুন।

আগামী নির্বাচনে এমরান নভোরাজ সিংকে সমর্থন করছেন

প্রথম পাতার পর:

নভোরাজ সিং বাংলাদেশীদের এই আয়োজনে অভিভূত হয়ে বলেন তিনি যখন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ছিলেন তখন স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে তার কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়। কোন মোহাম্মদ বা সিং বা অন্য কোন নামের জন্য যেন আর রেসিয়াল প্রোফাইলিং না করা হয় তার জন্য তিনি সোচ্চার কণ্ঠস্বর হবেন কংগ্রেসে। তিনি স্মল বিজনেসকে আরো গতিশীল করার উদ্দেশ্যে ট্যাক্স কাট প্রপোজাল সহ স্থানীয় ইমিগ্রেশন সমস্যা সমাধানে তার ব্যক্তিগত রিকমেন্ডেশনের কথা উল্লেখ করেন।

সংগীতানুষ্ঠানে অংশ নেন আমিন্দর সিং বাবলু, পন্ডিত গিরিশ চ্যাটার্জী ও প্রতিভা গুঞ্জাল। গভীর রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে।

পরিবারসহ জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আমিন্দর সিং বাবলু

একুশ টিপস

কমিউনিটির লোকজনের স্টোর থেকে কেনাকাটা করুন

আমাদের কমিউনিটির অনেক ভাই-বোনই অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, অনেক কষ্ট করে বিভিন্ন রকমের স্টোর খুলে ব্যবসা করছেন এই বিদেশের মাটিতে। বর্তমানে সারা আমেরিকা জুড়ে চলমান অর্থনৈতিক মন্দার ফলে তাদের ব্যবসাও মন্দা যাচ্ছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কমিউনিটির লোকজনের স্টোরগুলোর বেচাবিক্রি বেজায় কমে গেছে। ফলে তারা বেজায় অসুবিধায় আছেন আর্থিকভাবে।

আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা বিনা কারণেও অনাবশ্যকভাবে ছুটে যান আমেরিকান গ্রোসারি চেইন স্টোর যেমন - ভায়ার্তা, ফুড ফর লেস্, আলবার্টসনস্ ইত্যাদিতে। কেনাকাটা করে টাকা দিয়ে আসেন বিদেশীদের। অথচ সেই একই অর্থ আমাদের নিজস্ব কমিউনিটির ব্যবসায়ীর পকেটে গেলে তার যেমন লাভ, সামগ্রিকভাবে গোটা কমিউনিটির লাভ। তাই চেষ্টা করা উচিত যাতে কমিউনিটির লোকদের দোকান থেকে যত বেশি সম্ভব কেনাকাটা করা যায়।

আপনি জানেন কি ?

পাসপোর্ট কার্ডের প্রচলন শুরু হচ্ছে

একুশ রিপোর্ট

এই মাস থেকে যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট কানাডা, মেক্সিকো, বারমুডা ও ক্যারিবিয়ান দেশসমূহ ভ্রমণে যেতে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য নতুন পদ্ধতির কার্ড চালু করছে। আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। স্থল ও নৌ পথে যাতায়াতকারীদের জন্য এই পাসপোর্ট কার্ড ব্যবহার যাবে। বিমানে ভ্রমণ করতে হলে পাসপোর্ট লাগবে। যারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক তাদেরকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট থেকে ডিএস ৮২ পূরণ করে ২০ ডলারের ফী জমা দিতে হবে। প্রথমবারের জন্য পূর্নবয়স্কদের ৪৫ ও শিশুদের ৩৫ ডলার ফী লাগবে। পাসপোর্ট কার্ডের মেয়াদ বয়স্কদের জন্য ১০ ও শিশুদের জন্য ১৫ বছর। যারা সিটিজেন নয় গ্রীনকার্ডধারী তাদেরকে ডিএস ১১ ফরম ব্যবহার করতে হবে।

ডক্টরেট, ডাক্তার ও ডেন্টিস্টের গল্প

৪ পাতার পর:

ভুল থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি। তাই আমার ভুলটা আমাকে কেউ না কেউ ধরিয়ে দেবেন এটাই স্বাভাবিক। আমার চোখে কুদ্দুস খানের এই ভুলটি বড়ই বেদনাদায়ক এবং আত্মঘাতি। আমার জানা মতে বাংলাদেশ সেন্টারের পরিচালক ও বাংলাদেশ একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা জাহিদ হোসেন পিন্টু এবং তারই সুজন রবীন্দ্র নাথ এবং বৃষ্টি প্রেমিক মুকতাদির চৌধুরী তরুণ দীর্ঘদিন অধ্যয়ন ও গবেষণা করছেন ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য। সম্ভবত ডঃ বা ডক্টরেট ডিগ্রী একটু কঠিন এবং কষ্টসাধ্য কাজ, সেজন্য এরা এখনো এই ডিগ্রীটি অর্জন করতে পারেন নি। আবুল হাসেম একজন ডেন্টিস্ট এবং স্বনামধন্য ডেন্টিস্ট। তিনি যদি গোয়েবলসীয় পদ্ধতিতে ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়ে যান তবে সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে অনেকেই আগ্রহী হয়ে উঠবেন। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী, সমাজ সেবক এবং সম্পাদক কুদ্দুস খানের ফর্মুলা হয়ে উঠবে কোকেনের নিষিদ্ধ জনপ্রিয় সুকণ্ঠী গায়িকা সাবিনা ইয়াসমিন, এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান - এরাও এক ধরণের ডঃ ডিগ্রী বা খ্যাতি বা সম্মাননাসূচক অর্জন করেছেন বিভি